দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 23 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

সৃজনশীলের সুফল মিলছে না

এম এইচ রবিন ●

সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও তাদের বেশিরভাগই শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পারছেন না। এ কারণে শিক্ষার্থীরাও বাজারে প্রচলিত নোট-গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে সৃজনশীলের সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। এমন বাস্তবতায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষকদের জন্য 'উজ্জীবনমূলক' প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়।

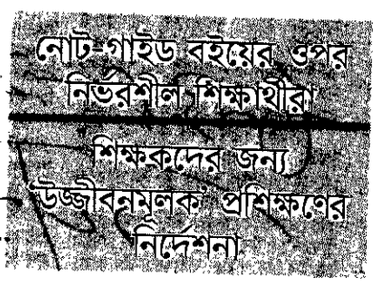

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর বলেন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ফলে সৃজনশীলের অবস্থা অনেকটা উন্নতি হয়েছে। তবে আশানুরূপ নয়। শিক্ষকরা না বুঝেই গাইডনির্ভর পড়াশোনা করাচ্ছেন। এ জন্য আমরা উজ্জীবনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি। যে কোনো প্রশিক্ষণের উজ্জীবনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। সেই ধারণা থেকে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে।

জানা গেছে, গত জুলাই মাসে একটি গোপন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সৃজনশীল বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি প্রতিবেদন তুলে ধরে। এতে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতির প্রচলন একটি ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে তারা এর ব্যবহারে যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারছেন না। ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বাজারে প্রচলিত গাইড বইয়ের এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

সৃজনশীলের সুফল মিলছে না

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর দীর্ঘদিন আগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে এক দিনের 'উজ্জীবনমূলক' প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। তবে এটাকে সরকারের টাকা খরচের একটি উৎস বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষাবিদরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ওই প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গত সোমবার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহপরিচালকসহ সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, একটি নতুন পদ্ধতি দিয়ে শিক্ষার্থীদের গিনিপিক বানিয়ে ফেলা হয়েছে। সরকারের উচিত ছিল পাইলট প্রকল্প করে এর ফল দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া।

অভিভাবকদের অভিযোগ, এ পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন শিক্ষকরা। কারণ, তারা নিজেরাই এ পদ্ধতি এখনো আয়ত্ত করতে পারেননি। তাই তারা সঠিকভাবে পড়াতে পারছেন না। শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের গাইড বই অনুসরণের পরামর্শ দেন।

সম্প্রতি মাউশির এক প্রতিবেদনেও অর্ধেকের বেশি শিক্ষক সৃজনশীলে অদক্ষতার তথ্য পাওয়া গেছে। এখনো দেশের ৫২ ভাগ শিক্ষক নিজে স্কুলের পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন না। ৩০ ভাগ শিক্ষক অন্য শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে প্রশ্ন করেন। আর বাইরে থেকে তৈরি প্রশ্ন সংগ্রহ করে পরীক্ষা নেন ২২ ভাগ শিক্ষক। গত মে মাসে ১৮ হাজার ৫৯৮টি মাধ্যমিক স্কুলে পরিদর্শন করে মাউশি এ প্রতিবেদন দিয়েছে।

এতে আরও উল্লেখ করা হয়, সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বরিশাল এবং ময়মনসিংহে। বরিশালের মাত্র ২০ ভাগ শিক্ষক নিজে প্রশ্ন করতে পারেন। বরিশালের ৫৫ ভাগের বেশি শিক্ষক বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করেন। বাকি শিক্ষকরা অন্য শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে প্রশ্ন করেন। আর ময়মনসিংহের মাত্র ২৩ ভাগ শিক্ষক প্রশ্ন করতে পারেন। ৪৩ ভাগ শিক্ষক প্রশ্ন করতে অন্য শিক্ষকের সহায়তা নেন। অবশিষ্ট ৩০ ভাগের বেশি শিক্ষক বাইরে থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করে পরীক্ষা নেন।

শিক্ষাবিদরাও বিভিন্ন সময় প্রশ্ন তুলে আসছেন। এমনকি প্রতিবছর পাবলিক পরীক্ষায়ও নোট-গাইড বই থেকে হুবহু প্রশ্ন তুলে দেওয়া হচ্ছে। গত বছরও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় 'বাংলা প্রথম পত্রের' প্রশ্ন হুবহু গাইড বই থেকে তুলে দেওয়া হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরিশোধনের দায়িত্ব পালন করেন পাঁচ শিক্ষক। তারা সবাই সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। দুর্গম স্থানে বদলির মাধ্যমে এই দায়ী শিক্ষকদের শাস্তি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এ পদ্ধতি চালু করার সময় থেকেই প্রশ্ন উঠেছে। যারা এটির বাস্তবায়ন করবেন, তাদেরই এ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান নেই। তাই যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, যে শিক্ষক প্রথমবার তিন দিনের প্রশিক্ষণে এটি বুঝেননি তিনি এক দিনের প্রশিক্ষণে বুঝতে পারবেন তার কী নিশ্চিয়তা আছে। এটি সরকারের টাকা খরচের একটি উৎস বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সর্বশেষ গত অক্টোবর মাসে এই পদ্ধতির নেতিবাচক দিক কাটিয়ে উঠার জন্য শিক্ষাবিদদের পরামর্শ নেয় মন্ত্রণালয়। সেখানে এমসিকিউ উঠিয়ে দেওয়ার দাবি উঠে। সম্প্রতি একই দাবি করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন।